শুক্রবার, ৮ই জুলাই, ২০০৫

HTML শিখুন (শেষ পর্ব)

আমি ধরে নিচ্ছি "HTML শিখুন" টিউটোরিয়ালটির আগের পর্বগুলো আপনি পড়েছেন এবং পর্যাপ্ত চর্চা করেছেন। আপনি যদি কোন কারণে পর্বগুলো পড়ে না থাকেন, তাহলে এই ওয়েব সাইটটি থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন **http://www29.websamba.com/shovon/bangla.html**

হোম পেজের নামকরণঃ

আপনি যখন কোন ওয়েব সাইটের এ্যাড্রেস্ লিখে উক্ত ওয়েব সাইটটিতে প্রবেশের চেষ্টা করেন, তখন আপনি কোন পেজের নাম নির্দিষ্ট করে না দিলেও আপনার সামনে ঠিকই উক্ত ওয়েব সাইটির মেইন পেজটি চলে আসে। যেমন আপনি http://www.yahoo.com লিখে ব্রাউজ করলে ইয়াহু ওয়েব পোর্টালটির মেইন পেজটি চলে আসবে। যে কোন ওয়েব সাইটের মেইন পেজটি দেখে এর বিষয়বস্তু আন্দাজ করা যায়। তাই আপনার ওয়েব সাইটটি তৈরীর সময় লক্ষ্য রাখবেন যেন আপনার ওয়েব সাইটির বিষয়বস্তু এর হোম পেজ দেখে বা পড়ে ভিজিটররা বুঝতে পারে। হোম পেজ ফাইলটির নাম সর্বদা index.html, index.htm, default.html, default.htm ইত্যাদি রাখা উচিৎ, কেননা ফ্রি ওয়েব হোস্টগুলো এই জাতীয় নাম ছাড়া অন্য কোন নাম সাপোর্ট করে না। তাছাড়া এটি ওয়েবের একটি ইউনিভার্স্যাল স্টাইলও বটে, যা সবারই মেনে চলা উচিৎ।

ফ্রেমসেট ট্যাগঃ

ফ্রেমসেট ট্যাগের মাধ্যমে আপনি একই ব্রাউজার উইন্ডোতে অনেকগুলো পেজ একসাথে দেখতে পারবেন। আমরা যেমন ফ্রেমের ভেতরে ছবি সাজিয়ে রাখি, ঠিক তেমনি ওয়েব পেজগুলো ফ্রেমের ভেতরে ডিসপ্লে হবে। তবে এর একটি খারাপ দিকও আছে। আর তা হলো, ফ্রেমসেটের ভেতরের যে কোন টেক্সট, ছবি ইত্যাদি কনটেন্ট সার্চ ইঞ্জিনসমূহ পুরোপুরি এড়িয়ে যায়। তো যাই হোক, ফ্রেমসেটে পেজ দেখাতে চাইলে প্রথমে পেজগুলো তৈরী করে নিতে হবে। ফ্রেমসেট ট্যাগ সম্বলিত পেজটিতে শুধুমাত্র ফ্রেমসেট ট্যাগ ছাড়া আর কোন কনটেন্ট থাকবে না। এবার আসুন আমরা ফ্রেম ব্যবহারের ট্যাগগুলো দেখে নেই:

<FRAMESET cols="in percentage" frameborder="in pixel"> অথবা *<FRAMESET rows="in percentage" frameborder="in pixel">*
<FRAME src="page location and name" name="name of the frame" bordercolor="color name" scrolling="yes / no / auto" marginwidth="in pixel" marginheight="in pixel" target="target frame name">
</FRAMESET>

এবার ফ্রেমসেট ট্যাগ ও এর অন্তর্ভূক্ত ফ্রেম ট্যাগসমূহ নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। ফ্রেমসেট ট্যাগের কলস্ বা রোস্ এ্যাট্রিবিউটটি দ্বারা আপনি আপনার পেজে কলাম ওয়াইজ ফ্রেম চান, নাকি রো ওয়াইজ ফ্রেম চান, তা নির্ধারণ করতে পারবেন। পুরো ওয়েব পেজটিকে মনে মনে ১০০% ধরে নিয়ে আপনাকে পেজটি ভাগ করতে হবে। আপনি ফ্রেমসেট ট্যাগে কলাম ওয়াইজ অথবা রো ওয়াইজ, যে কোন এক ধরণের ফ্রেম স্টাইল র্বিাচন করতে পারবেন। যেমন ধরুন পেজটিকে ফ্রেম দ্বারা মাঝামাঝি কলাম ওয়াইজ সমান দু'ভাগে ভাগ করতে চাইলে লিখুন:

<frameset cols="50%, 50%">

যেহেতু আপনি পেজটিকে দু'টি ফ্রেমে বিভক্ত করেছেন, সেহেতু দু'টি ফ্রেমের জন্য এবার আপনাকে দু'টি করে আলাদা আলাদা ফ্রেম ট্যাগ নিতে হবে। অর্থাৎ,

```
<frame src="page1.html" name="left">
<frame src="page2.html" name="right">
```

আমি ধরে নিচ্ছি "page1.html" এবং "page2.html" পেজ দু'টি একই ফোল্ডারে রয়েছে। ফ্রেমের কোন ক্লোজিং ট্যাগ নেই, তবে ফ্রেমসেটের রয়েছে। তাই আপনাকে সবার শেষে </frameset> ট্যাগ দ্বারা ফ্রেমসেটটি ক্লোজ করতে হবে। ফ্রেমসেট এবং ফ্রেমের অন্যান্য এ্যাট্রিবিউটগুলো অপশনাল।

আপনি যদি পেজটিকে কলাম ওয়াইজ বিভক্ত না করে রো ওয়াইজ বিভক্ত করতে চাইতেন, তাহলে কোডটি কি রকম হত? ধরুন তিনটি রো বিশিষ্ট একটি পেজ, প্রথম রো টি ২০%, দ্বিতীয়টি ৫০% আর তৃতীয়টি আপনার জানা নেই!!! জানা না থাকলে আপনি * চিহ্ন ব্যবহার করতে পারবেন। তাহলে কোডটি দাঁড়াবে এরকম:

```
<frameset rows="20%, 50%, *">
 <frame src="page1.html" name="top">
 <frame src="page2.html" name="middle">
 <frame src="page3.html" name="bottom">
</frameset>
```

তাহলে এবার আমরা রো এবং কলাম এর সমন্বয়ে একটি ফাংশনাল ওয়েব পেজ তৈরী করা দেখবো। চলুন শুরু করা যাক।

```
<html>
 <head>
  <title>Test Frame</title>
   <frameset cols=" 30%, * " frameborder="0">
    <frame src="http://www.yahoo.com" name="yahoo" noresize>
    <frameset rows=" 35%, 65% " frameborder="1">
    <frame src="http://search.msn.com" name="msn" bordercolor="#0000FF">
    <frame src="http://www.shuvorim.com" name="shuvorim">
   </frameset>
  </frameset>
 </head>
</html>
```

উপরোক্ত কোডটিতে আমি একই সাথে রো এবং কলাম ব্যবহার করেছি, তবে এর জন্য আমাকে ফ্রেমসেট ট্যাগটি দু'বার ব্যবহার করতে হয়েছে। এটা আমি করেছি একটি ফ্রেমসেটের ট্যাগের ভেতরে আরেকটি ফ্রেমসেটের ট্যাগ বসিয়ে। একে নেস্টিং বলা হয়। চলুন এবার আমরা এর আউটপুটটি দেখে নেই:

ফ্রেম ব্যবহারের সবচাইতে বড় সুবিধা হলো, এটা দিয়ে পেজের বাম দিকে বা উপরের দিকে নেভিগেশন বার বা মেনু বার তৈরী করা যায়, যা পরিবর্তন হয় না। কিন্তু এতে অবস্থিত কোন লিঙ্কে ক্লি করলে লিঙ্কটি পেজের ডান দিকের বা নিচের দিকের ফ্রেমে ওপেন হবে। চলুন হাতে-কলমে দেখা যাক। প্রথমে দেখে নিন ”frame2.html” পেজটির কোড:

```
<html>
 <head>
  <title>Navigation Frame</title>
  <frameset cols="20%, *" frameborder="1">
   <frame src="links.html" name="nav_bar" bordercolor="#009000" noresize>
   <frame src="about:blank" name="contents">
  </frameset>
 </head>
</html>
```

এবার দেখুন বাম দিকে মেনু হিসেবে ব্যবহার করা ”links.html” পেজটির কোড:

```
<html>
 <b>Navigation Bar:</b>
  <br><br>
  <a href="http://search.yahoo.com" target="contents">Yahoo! Search</a>
  <br><br>
  <a href="http://search.msn.com" target="contents">MSN Search</a>
  <br><br>
```

```
  <a href="http://www.askjeeves.com" target="contents">ASK Jeeves Search</a>
  <br><br>
  <a href="http://www.google.com" target="contents">Google Search</a>
  <br><br>
</html>
```

এবার এর আউটপুটটিও দেখে নিন:

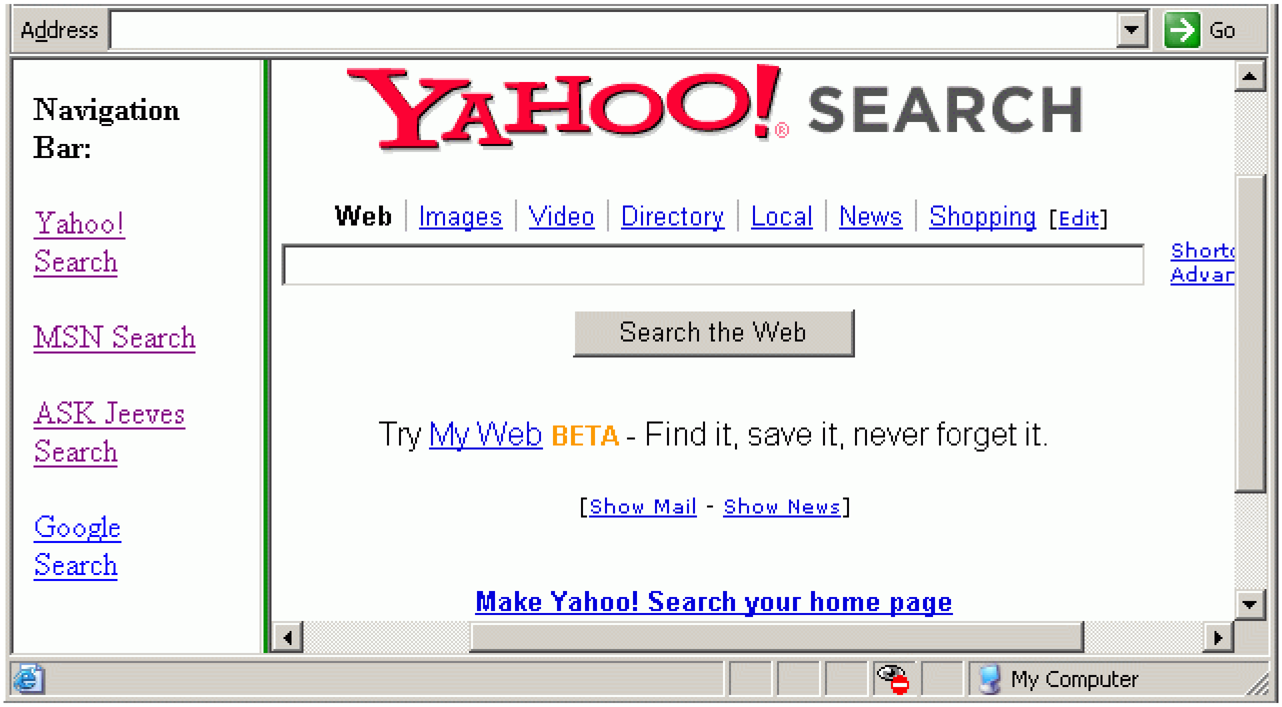

HTML পেজে ফর্মের ব্যবহারঃ

ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন, অথচ কখনও কোন ফর্ম পূরণ করেননি, এমনটি কল্পনাতেই মানায়। যে কোন ওয়েব সাইটে ইউজার হিসেবে লগ-ইন করতে গেলেই আপনাকে একটি ওয়েব ফর্ম পূরণ করতে দেওয়া হবে, যা ঠিকঠাক মতো পূরণ করে সাবমিট করতে পারলেই আপনাকে দেওয়া হবে উক্ত ওয়েব সাইটটিতে রেজিস্টার্ড ইউজার হিসেবে লগ-ইন করার অনুমতি। হ্যাঁ, এবার আমরা আলোচনা করবো HTML ফর্ম সম্পর্কে। যদিও জাভাস্ক্রিপ্ট, যে কোন একটি ব্যাকএন্ড ডাটাবেজ (মাইক্রোসফট একসেস্, মাইক্রোসফট এসকিউএল সার্ভার, মাই এসকিউএল, ওরাকল, সাইবেস্, পোস্টগ্রী এসকিউএল, ইনফরমিক্স, ইন্টারবেজ ইত্যাদি) সাপোর্ট এবং যে কোন একটি সার্ভার সাইডেড স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজের (এএসপি, এএসপি.নেট, পিএইচপি, জেএসপি, সিজিআই, কোল্ড ফিউশন ইত্যাদি) সাপোর্ট ছাড়া শুধুমাত্র HTML ফর্ম আপনার তেমন কোন কাজে আসবে না, তবুও এর ট্যাগগুলো অন্ততঃ জেনে রাখা ভাল।

প্রথমে আমরা দেখবো কিভাবে জাভাস্ক্রিপ্ট, সার্ভার সাইডেড স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ব্যাকএন্ড ডাটাবেজ HTML ফর্মের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থেকে কাজ করে। ধরুন আপনি ফ্রি ইয়াহু ইমেইল এ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেশন ফর্মটি পূরণ করছেন। আপনার সামনে যে টেক্সট এবং অন্যান্য ফিল্ডগুলো দেখতে পাচ্ছেন, তা কিন্তু পুরোপুরি HTML এ করা। এবার আপনি যদি কোন ফিল্ডে উল্টো-পাল্টা তথ্য সরবরাহ করেন বা কোন রিকোয়ার্ড ফিল্ড ফাঁকা রাখেন, তাহলে আপনাকে কিছু ওয়ার্নিং ম্যাসেজ দেওয়া হবে। এই কাজগুলো জাভাস্ক্রিপ্টের মাধ্যমে করা। এবার সবকিছু ঠিকঠাক মত হলে আপনি ফর্মটি সাবমিট করবেন এবং কনফার্মেশন পেজটির জন্য অপেক্ষা করতে

থাকবেন, যা আসতে কিছুটা সময় লাগে। এই সময়টুকুর মধ্যেই ফর্মের ডাটাগুলো সার্ভার সাইডেড স্ক্রিপ্টের কাছে পাস্‌ করবে, সার্ভার সাইডেড স্ক্রিপ্টটি ডাটাগুলো রি-চেক করে ডাটাবেজের সাথে কানেক্ট করবে এবং ডাটাগুলো পাস্‌ করে দেবে। ডাটাবেজ চেক করে দেখবে যে আপনার পছন্দ করা ইউজার নেমটি এই মূহুর্তে অন্য কেউ ব্যবহার করছে কিনা, যদি না করে থাহলে সে ডাটাগুলো একসেপ্ট করবে, ডাটাবেজ টেবিলে ইনসার্ট করবে এবং সার্ভার সাইডেড স্ক্রিপ্টটিকে ইনফর্ম করবে। এরপর সার্ভার সাইডেড স্ক্রিপ্টটি ইয়াহু ওয়েব সার্ভার হতে একটি কনফার্মেশন পেজ পাঠাবে, যা আপনার ওয়েব ব্রাউজারে HTML কোড হিসেবে রেন্ডারিং হয়ে ডিসপ্লে করবে।

এই হলো মোটামুটি প্রসেস্‌টির একটি সাধারণ ব্যাখ্যা, তবে এটি আরও কিঞ্চিৎ জটিল। যাই হোক, এখন নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন যে, অন্যান্য প্রযুক্তিগুলোর সাহায্য ছাড়া HTML ফর্ম সম্পূর্ণরূপে ভ্যালুলেস। তারপরও শুধু জাভাস্ক্রিপ্টটা শিখে নিতে পারলেও HTML ফর্ম দিয়ে অনেক কিছুই করা সম্ভব। চলুন এবার HTML ফর্মের ট্যাগগুলো এক ঝলক দেখা যাক।

ওয়েব ফর্মের শুরু <FORM> ট্যাগ দিয়ে এবং শেষ </FORM> ট্যাগ দিয়ে। ফর্ম ট্যাগের এ্যাট্রিবিউট সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো NAME, METHOD, ACTION এ্যাট্রিবিউটগুলো। আসুন তারচেয়ে সম্পূর্ণ ফর্ম ট্যাগটিকে দেখি।

<FORM name=”name of the form” method=”post / get” action=”name of the page, which will handle form data after submission”></FORM>

এবার আমি ফর্মের এলিমেন্টগুলোর জন্য প্রযোজ্য ট্যাগসমূহ একে একে দিয়ে দিচ্ছি:

<INPUT type=”text” size=”in pixel” name=”name of the textbox” maxlength=”maximum length”> = টেক্সট বক্সের জন্য।

<INPUT type=”radio” name=”name of the radio group” value=”text value”> = রেডিও বাটনের জন্য।

<INPUT type=”checkbox” name=”name of the checkbox group” value=”text value”> = চেক বক্সের জন্য।

<INPUT type=”button” name=”name of the button” value=”display text”> = সাধারণ বাটনের জন্য।

<INPUT type=”submit” name=”name of the submit button” value=”display text”> = সাবমিট বাটনের জন্য।

<INPUT type=”reset” name=”name of the reset button” value=”display text”> = রিসেট বাটনের জন্য।

<TEXTAREA cols=”in pixel” rows=”in number” name=”name of the textarea”></TEXTAREA> = টেক্সট এরিয়ার জন্য।

<SELECT name=”name of the list or combo box” size=”in number”>
<OPTION value=”text value”>
<OPTION value=”text value”>
</SELECT> = লিস্ট বক্স অথবা কম্বো বক্সের জন্য।

ওয়েব ফর্মে ব্যবহারের জন্য আরও কিছু এলিমেন্ট রয়েছে, যা আমি এই মূহুর্তে উহ্য রাখছি।

মেটা ট্যাগ এবং সার্চ ইঞ্জিন সাবমিশনঃ

মেটা ট্যাগসমূহ HTML পেজের হেড অংশে ব্যবহৃত হয়, ওয়েব পেজে এদের কোন আউটপুট দেখা যায় না। মেটা ট্যাগসমূহ মূলতঃ ওয়েব পেজটির বিভিন্ন তথ্য সার্চ ইঞ্জিনসমূহের নিকট তুলে ধরে। যেমনঃ

<META name=”description” content=”This is the home page of Lallu Modon!”>
বুঝতেই পারছেন, উপরোক্ত ট্যাগটিতে ওয়েব পেজটির বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

<META name=”keywords” content=”personal web site, photo gallery, mp3 songs, free download, free ebooks, web templates”>
এবার ওয়েব পেজটিকে যাতে সার্চ ইঞ্জিন সহজেই খুঁজে পায় এবং কেউ এসব কি-ওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করলে যেন দেখাতে পারে, সেজন্য কিছু কি-ওয়ার্ড দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

<META http-equiv=”pragma” content=”no-cache”>
ওয়েব ব্রাউজার যাতে পেজটি ক্যাশে না রাখে, ভিজিটররা যাতে সবসময় আপনার পেজটির কারেন্ট ভার্সন দেখতে পান, তার জন্য এই ব্যবস্থা।

<META http-equiv="expires" content="Tue, 01 Jan 1980 1:00:00 GMT">
এটিও ঠিক একই কারণে। প্রথম মেটা ট্যাগটি অনেক সময় কাজ করে না, তাই এই মেটা ট্যাগটি ব্যবহার করা হয়।

<META http-equiv=”reply-to” content=”your@email.com”>
ওয়েব সাইটটির ওয়েব মাস্টারের ইমেইল এ্যাড্রেস।

<META http-equiv=”refresh” content=”5; http://www.my-new-site.com”>
মনে করুন আপনার পুরোনো ওয়েব সাইটটি এ্যাড্রেস কোন কারণে চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং বেশিরভাগ ভিজিটররা তা জানে না। তারা সেই পুরোনো এ্যাড্রেসেই ভিজিট করতে আসছে। উপরের মেটা ট্যাগটি ৫ সেকেন্ড পর ভিজিটরকে অটোম্যাটিক্যালি নতুন এ্যাড্রেসে রি-ডাইরেক্ট করবে। আপনি চাইলে সময় বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন, আর আপনার নতুন এ্যাড্রেসটি ”http://www.my-new-site.com” জায়গায় বসিয়ে দিন।

এরকম আরও অনেক মেটা ট্যাগ রয়েছে, তবে সাধারণ ওয়েব সাইটগুলোতে এত বেশী মেটা ট্যাগ ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না। মেটা ট্যাগসমূহের কোন ক্লোজিং ট্যাগ নেই। এছাড়া HTML পেজের হেড অংশে আরও কয়েকটি জনপ্রিয় ট্যাগ ব্যবহৃত হয়। একটি হচ্ছে:

<SCRIPT language=”javascript” type=”text/javascript” src=”name of js file”></SCRIPT>

আর অপর দু'টি হচ্ছে:

<LINK rel="stylesheet" href="name of stylesheet file" type="text/css">

<STYLE type="text/css"></STYLE>

উল্লেখিত ট্যাগসমূহ যথাক্রমে জাভাস্ক্রিপ্ট এবং স্টাইল শিটের জন্য প্রযোজ্য।

সবশেষে আপনার কাজ হলো সার্চ ইঞ্জিনগুলো যাতে আপনার ওয়েব সাইটটি সহজেই খুঁজে পায় এবং তাদের সার্চিং ডাটাবেজে যেন ইনডেক্সিং করে রাখে, সেজন্য আপনাকে আপনার ওয়েব সাইটটি কিছু জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিনের কাছে সাবমিট করতে হবে। চিন্তার কোন কারণ নেই, সাবমিশন সম্পূর্ণ ফ্রি।

গুগলের সাবমিশন পেজটির লোকেশন হলো:
http://www.google.com/addurl.html

আর ইয়াহু! এর সাবমিশন পেজটির লোকেশন হলো:
http://submit.search.yahoo.com/free/request

কষ্ট করে এই টিউটোরিয়ালটির সবগুলো পর্ব পড়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। টিউটোরিয়ালটি সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামতের অপেক্ষায় রইলাম। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

-- মোহাম্মদ আহ্সানুল হক শোভন
ইমেইল: shuvorim@yahoo.com
ওয়েবসাইট: http://www29.websamba.com/shovon